আজ মুন্নির বিয়ে

তপনকুমার দাস

প্রকাশক
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

হৃদমাঝারে	৯
মন বাগানের পরি	২১
গন্ধ	৩১
সুখ প্রান্তর	৪২
ধূসর গোধূলিবেলা	৫৬
নিজের বাড়ি	৬৫
মেঘলা আকাশের পাঁচালি	৭৬
হিংসে	৮৮
চাঁদের উদয়	৯৯
পাটকেল	১০৯
বিসর্জন	১২২
সন্ধি-জ্বর	১৩৩
ইতিহাস	১৪৪
অন্ধকারের দৈত্য	১৫৩
আজ মুন্নির বিয়ে	১৬৪

হৃদমাঝারে

এখন কাউকেই আর কিছু বলেন না মণিমালা। চৌত্রিশ বছর ধরে সুখে-দুঃখে দেহমনের পরতে পরতে জড়িয়ে থাকা দিব্যগোপালকেও না। কী হবে বলে? সংসারটাকে মণিমালার মনে হয় একটা অস্থির অসুস্থ মানসিক রোগীদের কয়েদখানা। যে যার খেয়ালে উল্লসিত। তালহীন মত্ততায় মদির। সুস্থ মানুষকে তবুও বোঝানো যায়। বলা যায়। সুস্থ মানুষের বিবেককে তবুও জাগানো যায়। ভাবানো যায়। অসুস্থ মানুষের কাছে যুক্তি তর্ক বিচারের বোধ-বুদ্ধি আশা করাই বৃথা। তাই এখন আর কাউকেই কিছু বলেন না মণিমালা। এমনকি আরাধ্য দেবতাকেও নয়। সংসারের আর পাঁচটা মানুষের মতো দেবতার কানও হয়তো বধির হয়ে আছে। মণিমালা এখন তাই শুধু নিয়ম রক্ষা করেন। সংসারের কাজ কর্তব্য কিংবা দেবতার আরাধনায় এখন শুধুই নিয়মরক্ষার খেলা। প্রাণহীন প্রাণের প্রদর্শন।

এখন, এই মুহূর্তে, দিনের ভরন্ত দুপুরবেলায় ঠাকুরঘরে পারিবারিক অষ্টধাতুর বালগোপালকে স্নান করাতে করাতে হঠাৎ চোখ দু'টো ঝাপসা হয় মণিমালার। আন্দাজে বুঝে নিতে চান চশমার অবস্থান। হ্যাঁ, ঠিক জায়গাতেই আছে। চশমা ছাড়া মণিমালা ঝাপসা দেখেন সেই স্কুলবেলার বয়স থেকেই। বিয়ের সময় চৌত্রিশ বছর আগে বাইশের মণিমালার চোখে ছিল মাইনাস সিক্স। অত পুরু চশমার আড়াল থেকে অমন পটলচেরা চোখের সৌন্দর্য উপভোগ করতে না পারার দুঃখে কন্টাক্ট লেন্সের ব্যবস্থা করেছিলেন দিব্যগোপাল। কিন্তু ধাতে সওয়াতে পারেননি মণিমালা। দিব্যগোপালের সঙ্গে সুচিত্রা সেনের 'দীপ জ্বেলে যাই' দেখে আসার পর আবার ফিরে এসেছিলেন চশমায়। নিজের মুখে প্রকাশ না করলেও দিব্যর অভিমান পুত্রবধূর কানে ঢেলে দিয়েছিলেন ননীবালা—চশমা

চোখে তোমাকে বড্ডো বুড়ুটে দেখায়, বউমা। দিব্যর বউ নয়, মনে হয় দিদি। অত দামি কাচের টিপ কিনে দিল, তোমার চোখে রুচল না। আসলে হা-ভাতের মেয়ে.....।

একে ঝাপসা চোখ তার ওপর হা-ভাতে শব্দ। শাশুড়ি যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন শুনতে হয়েছে মণিমালাকে। কেন হয়েছে, তার হদিস এখনও খুঁজে পাননি। উপছে পড়া বড়োলোক না হলেও মণিমালার বাবার ভিখারি গরিবিয়ানা ছিল না। সরকারি দপ্তরের কেরানি বিমলচন্দ্র মিত্র মোটা ভাত কাপড় আর কর্তব্যের অভাব রাখেননি। একলার আয়ে অনেক পুষ্যি সামলাতে গিয়ে রোজ আমিষ জোটাতে না পারলেও পেটভরা নিরামিষ খাবারের অভাব ছিল না মণিমালার পিতৃপক্ষে। তবু ননীবালার উপমায় মণিমালা ছিলেন হা-ভাতে।

তাম্রকুণ্ডে কাঁচা দুধ আর গঙ্গাজলের গর্ভে অষ্টধাতুর বালগোপালকে স্থাপন করে গরদের খুঁটে চোখের ঝাপসা মোছার চেষ্টা করেন মণিমালা। দৃষ্টিক্ষমতার স্বল্পতার চেয়েও মণিমালার চোখে হৃদয় উৎসারিত ইলশেগুঁড়ির ভিড় বেশি। রিভাকে তো একদিন এমনিভাবেই স্নান করাতে হত। সেই এক-দেড় মাসের ফুটফুটে বয়েস থেকে।

তখন অন্যরকম নিয়ম ছিল সংসারে।

ননীবালা ছিলেন মাথার ওপর। দিব্যগোপাল, নিত্যগোপাল, ধনগোপাল আর রুদ্রগোপাল—চার ভাইয়ের সংসারে মণিমালা এসেছিলেন সবার আগে। বড় পুত্রবধূর সম্মানের চেয়েও তাঁর প্রতি কর্তব্যের অবহেলা ছিল অনেক অনেক বেশি। মণিমালার বাবা বিমলবাবু বলতেন, যুক্তফ্রন্টের সংসার। বাংলার রাজনীতিতে তখন প্রেক্ষাপট বদলের পালা। সত্তর দশকের টালমাটাল বিভ্রাটের শেষে রাইটার্স দখল নিয়েছিলেন বামপন্থীরা। তৈরি হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট। সেই উপমাকেই মণিমালার সংসারের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন বিমলবাবু। দাপট থাকলেও ব্যক্তিত্বের অভাব ছিল ননীবালার। আর ছিল শাশুড়ি-পুত্রবধূ সম্পর্কের চিরন্তন দৈন্যতা। এক সংসার থেকে উপড়ে আসা কাঁচা বয়সের মণিমালার কষ্ট হত। মনের ভিতর বাজত ঝড়ের মাদল।

সেই বয়সে দিব্যগোপাল ছিলেন মধ্যপন্থী। মণিমালার মনে হত সুবিধাবাদী। আর আজ জীবনের পরতে পরতে পুড়তে পুড়তে মণিমালার স্বামী হয়ে উঠেছেন চরম উগ্রপন্থী। ধৈর্য, সহ্য শক্তিহীন এক চণ্ডাল। সংসারে কোনও সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা করেন না, ধার ধারেন না মণিমালার কোনো পরামর্শের। আর তাই

দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে অন্ধ বধির মণিমালা এখন আর কাউকে কিছুই বলেন না। শুধু দিনযাপনের গ্লানি ঠেলে ঠেলে অপেক্ষা করেন জীবনের শেষ ক্ষণটির জন্য।

রিভাকে ঘিরে মণিমালার স্বপ্ন কম ছিল না।

যুক্তফ্রন্ট সংসারের হাজার ওজর-আপত্তি বাগ-বিতণ্ডা ঝেড়ে রিভাকে ভর্তি করানো হয়েছিল কনভেন্ট স্কুলে, নিজের স্কুল জীবনের স্বপ্ন-সাধ মেয়ের মাধ্যমে পূরণের আশায়। মণিমালার স্কুলবেলায় ইংলিশ মিডিয়াম কিন্ডারগার্টেনগুলোর অত রমরমা ছিল না। বিমলবাবু বলতেন, ব্যাঙের ছাতার সব শিক্ষেনিকেতন। পড়াশুনো তো হয় না। বড়োলোকামির বাহবা ছড়ানোর ক্লাবঘর। কিন্তু বাবা যাই বলুন না কেন, মণিমালার সাধ হত ওদের মতো গটগটে স্যু পরে, টাই ঝুলিয়ে, ভোঁ-ভাক্কা ধোঁয়া ওড়ানো গাড়ি চেপে স্কুল যাওয়ার। সঙ্গে চলা মায়ের হাতে ঝোলানো থাকবে দামি বইয়ের ব্যাগ, জলের বোতল আর টিফিনের কৌটো।

রিভা জন্মানোর পরেই নিজের স্কুলবেলার স্বপ্ন-সাধ সুড়সুড়ি দিয়েছিল মণিমালার বুকের ভিতর। ননীবালার নেতৃত্বে পরিচালিত যুক্তফ্রন্ট সংসারের হাজার ঝক্কি এমনকি দিব্যগোপালের মিনমিনে আপত্তি সামলেও রিভাকে ভর্তি করেছিলেন কনভেন্টে। ভর্তি করেছিলেন গানের স্কুলে, অঙ্কন-শিক্ষা কেন্দ্রে। নাচ আবৃত্তি আর জিমও বাদ ছিল না। নিজেকে উজাড় করে জীবনের সবটুকু সময় ঢেলে দিয়েছিলেন রিভার জন্যে।

রিভার বয়স তখন কত হবে? সাত কিংবা আট। পর পর দু'মাস ঋতু বন্ধ হয়ে গেল মণিমালার। প্রথম মাসে গ্রাহ্য করলেন না দিব্যগোপাল—টুসকিতে উড়িয়ে দিলেন। দিব্যগোপালের ইচ্ছে থাকলেও দ্বিতীয় সন্তানে আগ্রহ ছিল না মণিমালার। ডাক্তারের পরামর্শে একুশ রাত পিল সেবনে কিছুদিন বাদ সেধেছিলেন দিব্যগোপাল —ট্যাবলেট খেয়ে খেয়ে বড্ডো মুটিয়ে যাচ্ছ, মণি। এরপর যে শরীরটা হাজার রোগের মন্দির হয়ে উঠবে। তারচে বরং....।

দ্বিতীয় মাসেও একই বন্ধের পুনরাবৃত্তি স্বামীর কানে ঢাললেন মণিমালা। বেড স্যুইচ অফ করে কোলের প্রান্তে স্ত্রীকে টেনে নিলেন দিব্যগোপাল—অত চিন্তা করছ কেন? সত্যি সত্যিই যদি কনসিভ কর ক্ষতি কী? রিভার একটা সঙ্গী হবে—ভাই কিংবা বোন।

না, না। অন্ধকারে স্বামীর কোল ঠেলে আঁতকে উঠেছিলেন মণিমালা—রিভার কষ্ট হবে। ওর ভালোবাসা ভাগ হয়ে যাবে।

মণিমালার দৃঢ়তায় চমকে উঠেছিলেন দিব্যগোপাল—সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। নিজেব পদ্ধতির অগাধ বিশ্বাসের ডাক্তারি পরামর্শ শুনিয়েছিলেন। কিন্তু তিনমাস বাদে মণিমালা যখন চুপিচুপি ডাক্তার গুহের কাছে গেছিলেন তখন আর কোনো উপায় ছিল না। ঝুঁকি নিতে রাজি হননি ডাক্তার গুহ। দিব্যগোপালের ভাইদের তখন বিয়ে হয়ে গেছে। যুক্তফ্রন্ট সংসারে চার চারটে বউ। মেজ বউয়ের ছেলের বয়স দেড়। সেজ বউয়ের মেয়ে আট মাসের। মণিমালা আর ছোট বউয়ের ডেলিভারির তারিখ একই মাসে। লজ্জায় মাথা কাটা গেছিল মণিমালার।

বালগোপালের স্নান সারা হতে না হতেই আর একবার পুরু চশমার আড়ালে লুকানো মণিমালার চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। মেটারনিটি হোমে নির্দিষ্ট তারিখের প্রায় একমাস আগে যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন মণিমালা। রিভার নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নামকরণ করা হয়েছিল ঋতম আর ঋত্বিক।

ঋতম আর ঋত্বিকের জন্মের আগেই ননীবালা পাড়ি দিয়েছিলেন পরপারে। যুক্তফ্রন্ট সংসারের ভাঙনের শুরু হয়েছিল তার আগেই। মধ্যপন্থী কিংবা সুবিধাবাদী দিব্যগোপাল মণিমালার হাজার পরামর্শ উপেক্ষা করেও পুরোনো সংসারের একচিলতে খুপরি ছাড়তে রাজি হননি। রান্নাঘরহীন আলাদা হাঁড়িতে দারা পুত্র পরিবার নিয়ে মণিমালার সেদিনের কষ্ট আজও চোখ ঝাপসা করায়।

কষ্টের মিনারে দাঁড়িয়ে মণিমালা সেদিন শুধু ভবিষ্যতের চাঁদ দেখেছিলেন। দেখেছিলেন রিভাকে, ঋতম আর ঋত্বিককে। ওরা বড়ো হয়ে তাঁর জীবন-দৈন্য মুক্তির বেদ কোরান বাইবেল পূর্ণ করবে। প্রস্ফুটিত হবে মধ্যবিত্তের জীবনপদ্ম।

ঠাকুরঘরে কি বিছানা পেতেছ? বালগোপালের পাদপদ্মে সাদা কাঠটগর চড়াতে গিয়ে হাত কাঁপে মণিমালার। একেই ঝাপসা চোখ তার উপর দিব্যগোপালের বাজখাঁই প্রশ্ন—সারাদিন খালি ঠাকুর, ঠাকুর আর ঠাকুর? যত্তোসব ম্যানিয়া। এবার সত্যি সত্যিই মেন্টাল হেলথ হোমে ভর্তি করিয়ে দেব।

সেই ভালো—মনে মনে হেসে ফেলেন মণিমালা। সংসারের গারদ থেকে অন্য গারদে। মানসিক সুস্থতার দৈন্যতা তো দুই জায়গায়ই সমান।

একটার পর কোন ভদ্রলোক দুপুরে ভাত খায়? দিব্যগোপালের বিরক্তি আছড়ে পড়ে মণিমালার কানের পর্দায়।

তোমার স্নান হয়ে গেছে? মন্ত্রহীন পুজোর অঞ্জলি বালগোপালের পায়ে নিবেদন করতে করতে জানতে চান মণিমালা।

আগামীকাল আবার হবে, বিদ্যুতের ঝলসানির মতো বাঁকা উত্তর ছুড়ে দেন দিব্যগোপাল—রবিবারের দুপুরে একটু যে বিশ্রাম করব তারও উপায় নেই।

মণিমালার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করে—ইচ্ছে করে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করতে—জীবনের ক'টা রবিবার সময়মতো খাওয়া-দাওয়া করেছ? রিভার জন্মের আগে, বিয়ের বছরটা শুধু যা একটু নিয়ম ছিল। রবিবারের ছুটিতে বারোটা সাড়ে-বারোটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে টানা পাঁচটা পর্যন্ত ভোঁস ভোঁস নাক ডাকিয়ে ঘুমানো। তারপর তো জুটল তাসের নেশা। এখন তো বিষফোঁড়া একলা খেলার তাস চলে সেই রাত ন'টা পর্যন্ত। ঠাকুরঘরের বাসনপত্তর গোছগাছ করতে করতে স্বামীর কাছে জানতে ইচ্ছে করে মণিমালার—বিভূতিবাবুর কথা। নতুন জোটানো দাবার দোসর বিভূতিবাবুর আসার তো সময় হয়নি। তবে কিসের এত তাড়া? তাছাড়া ঋত্বিক এখনও ফেরেনি। রবিবারের এই দুপুরটা ছাড়া আত্মজের মুখোমুখি বসার সময় সুযোগ তো আর হয় না।

অনেক, অনেক কিছু জানার বাসনা থাকলেও কোনো প্রশ্ন করেন না মণিমালা। নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে ঠাকুরঘর ছেড়ে ডাইনিং স্পেসের মার্বেল ঢালা মেঝেয় পা রাখেন। ছোট্ট থালার ওপর থেকে প্রসাদী নকুলদানার কয়েকটা টুকরো এগিয়ে দেন বিরক্ত বিভ্রান্ত দিব্যগোপালের দিকে।

খিদের পেটে নকুলদানা নয়, ভাতের দরকার— মণিমালার হাত এক ঝটকায় সরিয়ে চেয়ার টেনে বসেন দিব্যগোপাল। আচমকা এমন ঝটকায় মণিমালার হাতের নকুলদানা ছড়িয়ে পড়ে মেঝেয়। মনে মনে বালগোপালের উদ্দেশে ক্ষমা প্রার্থনা করে উবু হয়ে বসে পড়েন। কুড়াতে থাকেন প্রসাদের টুকরো—ঋত্বিককে ছাড়া খেতে বসবে?

তোমার আদরের দুলালকে ছাড়া খেতে বসা যাবে না—এমন তো কোনো মাথার দিব্যি দেওয়া নেই। তিনি থানায় গেছেন—দুপুরে ফিরবেন না।

কেন? থানায় কেন? উদ্বেগের ক্লান্তি ছড়িয়ে পড়ে মণিমালার চোখেমুখে—আবার বুঝি মারপিট করেছে?

না, মারপিট করা আসামিকে ছাড়ানোর জন্যে দরবার করতে গেছে—ডাইনিং টেবিলের সামনে বসে তাপ-উত্তাপহীন নজর মেলে স্ত্রীর মুখের ক্যানভাসে হয়তো উদ্বেগ কিংবা অশান্তির প্রচ্ছদপট পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন দিব্যগোপাল।

ওঃ! নকুলদানা কুড়িয়ে ছোট্ট শব্দের উচ্চারণে নিজেকে ঢেকে উঠে দাঁড়ান মণিমালা। ডাইনিং স্পেস ছেড়ে বেডরুমে ঢুকে যান পূজারিণীর শান্ত সমাহিত গম্ভীর পায়ে। স্বামীর কানের উদ্দেশে ছুড়ে দেন সান্ত্বনার বাণী—কাপড়টা ছেড়ে আসছি।